প্রবাসীদের জন্যে

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

চাঁদপুরের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা

মিজানুর রহমান রানা

চাঁদপুর এর গৌরব রুপোলী ইলিশের স্থান বড় ষ্টেশনে মেঘনার সুর্যাস্ত..

এক.

ডাকাতিয়া : আবার বয়ে যাক প্রবাহমান জলের ছন্দে

চাঁদপুর জেলায় অবস্থিত এককালের একটি প্রবাহমান স্ফটিক নদীর কথা বলবো আজ। যে নদীটির নাম 'ডাকাতিয়া।' নিশ্চয়ই পাঠক এতক্ষণে অবাক হয়েছেন, নদীর নাম আবার ডাকাতিয়া হয় নাকি! হ্যাঁ, হয়। নদীটি ডাকাত ছিলো না। তবে এর পাড়ে বসবাসকারী কিছু মানুষ এই নদীটির বালু, জল, মাছ-সম্পদ সবকিছুই ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে, নদীটিকেও এখন করছে দখল। গত একুশে ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রি. গেলাম নদীটির অবস্থা দেখতে। দেখলাম নদীটি প্রায় খালের মতো হয়ে গেছে। আগের সেই প্রবাহমান জলধারা নেই, দেখতে যেন একটি খালের মত। এককালের ধানসিড়ি নদীকে নিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ রচনা করেছিলেন হাজারো কবিতা। কিন্তু কে একজন গতকাল যেন বললো, ধানসিড়িতেও এখন আর জলধারা বয় না। ঠিক যেন আমাদের ডাকাতিয়ার মতোই। নদীটির নাম ডাকাতিয়া হলেও সে সত্যিকার অর্থে ডাকাতি করেনি। বরং সে তার জলধারা বহমান রেখে এর পাশে বসবাসকারী মানুষের উপকারেই ছিলো অতি ব্যস্ত। ডাকাতিয়ার পানি নিংড়ে ফলত হাজার হাজার মন ধানসহ অনেক ফসল। কিন্তু আজ ডাকাতিয়ার বুকের পানি গিয়েছে শুকিয়ে। কৃষকরা ক্ষেতে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি তথা কৃষকের আবাদ।

দেখা গেছে, ডাকাতিয়ার পাড় ঘেঁষে চলছে নানা কর্মকাÈ। সেই সাথে চলছে এই নদীটিকে দখলের মহোৎসব। কেউ এর পাড়ে মনের সুখে বানাচ্ছে বক। আর বক বানানোর প্রয়োজনীয় উপকরণ বালি, সুরকি ইত্যাদি দিয়ে চর ও আবাদী জমিগুলোর উর্বরতা বিনস্ট করে দিচ্ছে। নদীর পানি করছে শোষণ ও দুষিত।

আবার কেউ কেউ ডাকাতিয়ার পাড়ের জমিগুলোর ওপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলছে শকুনের মতো। জানা যায়, চাঁদপুরে ডাকাতিয়ার ওপর দুটি ব্রিজ নির্মিত হওয়ায় এর আশেপাশের জমিগুলোর দাম বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে ভূমিদস্যু চক্র ওই জমিগুলো দখলের মহোৎসবে মেতে ওঠেছে। যে যেভাবে পারছে দখল করে নিচ্ছে অসহায় মানুষদের জমিগুলো।

পৃথিবীর কোনো কোনো নদ-নদীর জলের বর্ণ কালো, ঘোলাটে, কোনোটির রয়েছে স্বচ্ছ-স্ফটিক জল। কিন্তু এক নদীর সাথে অন্য নদীর বিভেদ নেই। নেই হিংসা-দ্বেষ। সকল নদী চলছে তার নিজস্ব গতিতে, আপন গণ্ডি ভেদ করে দুরের সীমানায়। লক্ষ্য একটাই- এগিয়ে যাওয়া। এগুতে গিয়ে একটি নদী অনায়াসে অন্য নদীকে অতিক্রম করে। মিশে যায় নিজের স্বত্তা বিলীন করে। তবুও তাদের মধ্যে অনৈক্য নেই। অথচ সব অনৈক্য মানুষের মাঝে।

অবশ্য কুকুরের মাঝেও অনৈক্য আছে। তবে তারা তো পশু-জানোয়ার, তাদের বুঝ-জ্ঞান নেই। তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকলে চলে, কিন্তু আমরা তো মানুষ, আমরা কেন স্বার্থপরের মতো অন্যের ভূমি বা জমি, স্ত্রী, সম্পদ লুণ্ঠন করবো অযাচিতভাবে!

মানুষ হয়ে যেমন মানুষের অধিকার নষ্ট বা হরণ করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তেমনি একটি নদীকেও তার আপন গতি বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করাও জঘণ্যতম অন্যায়। নদী শুধু সাগর-মোহনায় মিশে যেতেই জন্ম নেয়নি, মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করাই নদীর উদ্দেশ্য নয় বরং নদীই মানুষের প্রাণ, নদীই মানুষের সব।

যে দেশে নদী নেই সেই দেশ মরুভূমি। সেখানে লু হাওয়া বয়। সেখানের মানুষেরা আক্ষেপ করে একটু মিঠে পানির জন্যে। অথচ আমরা কি-না সেই নদীকেই করছি নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা!

মনে পড়ে তাওহীদ হাসানের একটি গল্পের কথা। যেটি চাঁদপুর কণ্ঠের সাহিত্যপাতায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সেখানে দেখা যায়, একজন মানুষ তার জীবনের সব হারিয়ে শেষ আশ্রয় নেয় নদীর মাঝে। সব হারানো মানে! লোকটার নাম রমিজ উদ্দিন। ওই রমিজ উদ্দিনের স্ত্রী একমাত্র সন্তান নয়নকে এবং স্বামী রমিজকে ত্যাগ করে চলে যায় দুর অজানায়। অথচ রমিজ উদ্দিন তিলে তিলে কষ্ট করে নদীতে বৈঠা চালিয়ে অর্থ উপাজন করে নয়নকে শিক্ষিত করে। নয়ন আধুনিক (!) শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পিতাকেই ভুলে যায়। ছেলে চিঠি লিখে জানায়, পিতা যেন আর কোনোদিন নয়নের কাছে চিঠি না লেখে। কারণ পিতার স্বপ্ন ছিলো নয়ন বড়ো হবে। নয়নও তাই হয়েছে। এখন নয়ন একাই সব করতে পারে। পিতাকে দরকার হয় না। তাই পিতার আর দরকার নেই।

রমিজ প্রচণ্ড আঘাত পায় চিঠিখানা পড়ে। পরবর্তীতে সে ভাবে সত্যিই তো তার ছেলের কথাই ঠিক। সে তো ছেলের সুখ-শান্তি চেয়েছে। আর তার ছেলে তো সেটাই পেয়েছে। এখন মিছে কেন ছেলের পেছনে ঘুরে তাকে কষ্ট দেয়া। তার কাজ ছিলো নদীতে বৈঠা বাওয়া, সে তাই করে। অবশেষে নদীর বুকে ছোট্ট একটি নৌকার বাসা বাঁধে সে। তারপর সেই নৌকায় রাতে বসে বসে আকাশের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে। নদীর বুকে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে রমিজ তার জীবনের সুখ খুঁজে পায়।

গল্পটির শুরুতেই গল্পকার লেখা শুরু করেছিলেন এই বলে: “দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মুখে, ‘নদীই জীবন, নদীই মরণ।’ আপনা-আপনি কোনো মানুষের মুখে এ কথা বেরিয়ে আসে না। নিশ্চয়ই বুঝতে হয় তার মনে নদীকে নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী এ কথার মাঝে লুকিয়ে আছে।”

সত্যিই তাই হাজার বছর ধরেই নদীকে ঘিরে মানুষের যত সুখ-দুঃখের কাহিনী। কারো মনে কোনো প্রকার কষ্ট হলেই নদীর কাছে গেলে নদী তার আপন মহিমায় মানুষের দুঃখগুলো শুষে নেয়।

দেখা যায়, নদীকে ঘিরেই পৃথিবীতে গড়ে ওঠেছে মানুষের সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি। গড়ে ওঠেছে হাট-বাজার-বন্দর। অথচ সেই সভ্য মানুষরাই আজ হয়ে ওঠেছে চরম অসভ্য। নদীকে তারা তিলে তিলে করছে নানাভাবে হত্যা, ধ্বংস।

ঢাকার বুড়িগঙ্গাও আজ মানুষের বিষাক্ত থাবায় মৃতপ্রায়। ওই নদীটির তলদেশে পলিথিনের পাহাড় জমে রয়েছে। সেই সাথে কল-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে বুড়িগঙ্গার তলদেশ ভরে রয়েছে। বুড়িগঙ্গার পানি আজ কালো বর্ণ। সেখানে মাছের কোনো অস্তিত্ব নেই।

ডাকাতিয়া নদীকে ঘিরে অবৈধ দখল, অবৈধ স্থাপনা, ভরাট ও নদীর পানিতে বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে আজ আমাদের ডাকাতিয়াও বুড়িগঙ্গার মতো ভাগ্যবরণের অপেক্ষায় আছে।

আমাদের ডাকাতিয়া- হায় ডাকাতিয়া। ডাকাতি তুমি করোনি। আমরাই আজ তোমার সম্পদ ডাকাতি করছি, তোমাকে লুটতরাজ করছি। তাই তোমার নাম ডাকাতিয়া না রেখে আমাদের নামই হওয়া উচিত ডাকাতিয়ার দল।

আশার কথা :

লেখকদের অবিরত জ্ঞান-আলোর মশাল হাতে নিয়ে সামনের পানে এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাহিত্য-সত্যের মশাল শুধু নিজেকেই আলোকিত করে না, করে সমাজ ও রাষ্ট্রকেও। একজন লেখকের যেমন দায়িত্ব সমাজের প্রতি, দেশের সম্পদ রক্ষায় কলম ধরার। তেমিন আমাদের সবারই উচিত সমাজের এইসব সমস্যা একে অপরের সাথে শেয়ার করা।

আমরা সেদিনের অপেক্ষায়ই আছি- যেদিন ডাকাতিয়া রাহুগ্রাসমুক্ত হবে। সেই সাথে আরও প্রত্যাশা করছি, ডাকাতিয়া ডাকাতদের রাহুগ্রাস মুক্ত হয়ে আবার আগের মতো স্বমহিমায় এগিয়ে যাবে প্রবাহমান নদীর স্ফটিক জলের ছন্দে ছন্দে।

লেখক পরিচিতি :

সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ

চাঁদপুর।

মোবা: ০৪৪৩৫০০৫৯০৯

E-mail: mizanranabd@yahoo.com

E-mail: sahittopata@gmail.com